Sanatan Dharma

মৃতদেহে দাহ করার আগে "মুখাগ্নি" কেন করা হয়??

মুখ্য অগ্নি, অর্থাৎ যিনি অগ্নিদেবের কথা বলা হয়েছে l একত্রে মুখাগ্নি হয়েছে l মুখাগ্নি বা অন্ত্যেষ্টি হলো "শেষ যজ্ঞ"। যজ্ঞে আহুতি দানের সময় আহুতি দেওয়া দ্রব্যের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকলে সেই যজ্ঞের কোনো ফল হয় না। মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার তার শরীর ও ছেড়ে আসা জীবনের প্রতি মোহ-খণ্ডনের জন্য কিছু বিশেষ রীতিনীতির ব্যবস্থা করা হয়। যেমন মুখাগ্নির পূর্বে একটি ফুঁটো করা মাটির পাত্র কাঁধে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চিতায় শায়িত মৃতদেহের পরিক্রমা করা হয়। শেষে মাটির পাত্রটি পেছনে আছড়ে ভেঙে ফেলা হয়। পাত্রের থেকে জল বেরিয়ে যাওয়াটা সময়ের প্রতীক আর পাত্র জলশূণ্য হয়ে যাওয়াটা মৃত্যুর। মৃত্যুর পর যে দেহের প্রতি আর কোনো মোহমায়া রাখা যায় না কিংবা দেহটি ধরে রাখার প্রচেষ্টার কোনো অর্থ হয় না, সেটা বোঝানোর জন্য পাত্রটি ভেঙে ফেলা হয়। মন্ত্রপূত জলের গণ্ডি বিদেহী আত্মাকে মৃতদেহ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। এরপর মুখে অগ্নি ঠেকিয়ে মুখের অগ্নিশুদ্ধি করা হয়। এর কারণ, প্রাণবায়ু মুখের কোনো ছিদ্র দিয়েই নির্গত হয় এবং মুখের সাথেই সূক্ষ্ম কার্মিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আত্মা যদি পুনরায় মৃতদেহে প্রবেশ করতেও চায়, তবে সেটা মুখেরই কোনো রন্ধ্র দিয়ে সম্ভব। তাই মুখের অগ্নিশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে বিদেহী আত্মার সাথে তার ছেড়ে আসা শরীরের বন্ধন ছিন্ন করা হয়।

arr

প্রাচীন যুগে সর্বত্র ডাক্তারি পদ্ধতি না থাকার জন্য, গ্রামের পঞ্চজন এর সামনে মুখে আগুন দিয়ে প্রমাণ করা হতো যে মানুষটি মারা গেছে। কারণ আমাদের শরীরের সবথেকে sensitive অঙ্গ মুখ ও জিভ। আর মুখ ও জিভের মধ্যে আগুন প্রবেশ করলে মানুষটি যতই দুর্বল থাকুক না কেন তার শরীর একটু হলেও সাড়া দেবে। এইটি হয়তো কারণ। এই জন্যই বলা হয় সনাতন ধর্ম গ্রন্থ বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ।

Published on: Aug, 16 2023 15:03